সংবাদ

25 OCT 2013
২৮ ৫

জাবিতে নতুন সংকট

- ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা উপাচার্যের
- শিক্ষকদের প্রত্যাখ্যান

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে উপাচার্য ও শিক্ষকদের মধ্যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। উপাচার্য ছাত্র সংসদ, উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনসহ বেশ কয়েকটি কাজ শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও শিক্ষক সমিতি ও আন্দোলনরত শিক্ষকরা এতে বাদ সাধেন। তারা উপাচার্যের এ সিদ্ধান্তকে কালক্ষেপণ ও শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ বলে উল্লেখ করেছেন।

গতকাল বেলা ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিয়ে নতুন উপাচার্যের কাছে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তবে তিনি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দেয়ার পূর্বে ০৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বন্ধ থাকা ছাত্র সংসদ নির্বাচন (জাকসু) দেয়ার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট সদস্য নির্বাচন দিবেন বলে জানান। আর এতেই বাদ সাধেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতারা ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে আসা শিক্ষকদের অন্য আরেকটি সংগঠন 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'। গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক ফোরাম সাংবাদিকদের জানান শিক্ষা কমিটি তাকে যতদ্রুত সম্ভব নতুন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

নতুন : সংকট

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিয়ে সরে দাঁড়াতে আর আমাদের আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দিয়েছে। অথচ আমরা আমাদের আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রাক্কালে জানতে পারি তিনি প্যানেল নির্বাচন না দিয়ে নানা গড়িমসির আশ্রয় নিচ্ছেন। যাতে করে ক্যাম্পাসে আরও সংকটের সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক ফোরামের শিক্ষকরা বলেন- আমরা ছাত্র সংসদ নির্বাচন চাই, এটি ছাত্রদের জন্য খুবই প্রয়োজন। তবে বর্তমান উপাচার্য থাকা কালে এ নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে এমন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো পরিবেশ নেই। এতে করে নতুন সংকটের সৃষ্টি হবে। তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবে কি-না এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন আমরা প্রত্যাহারের চিন্তা করলেও উপাচার্যের এসব সিদ্ধান্ত আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি জানানো হবে।

অন্যদিকে শিক্ষক সমিতি তাদের ৭ দিনের কর্মবিরতি বহাল রেখেছে। তাদের বক্তব্যও শিক্ষক ফোরামের মতো। তাদেরও সমান অভিযোগ উপাচার্যের এখন একটাই কর্তব্য উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিয়ে সরে দাঁড়ানো। কিন্তু তিনি এর অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমরা আমাদের কর্মসূচিতে কোন পরিবর্তন আনছি না। এদিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (জাকসু) প্রতি সব ছাত্র সংগঠনের সমর্থনের কথা জানা গেলেও তারা ক্যাম্পাস ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মোটেও এর অনুকূল মনে করছে না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো গতকাল থেকেই তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ০৬ ডিসেম্বরের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সাধুবাদ জানিয়েছে। তবে ছাত্রইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিবেশকে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশে পরিবর্তন করার জন্য উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে ছাত্রদল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্ন মতামত পাওয়া গেছে। তাদের মতে ৬ এ নির্বাচন অবাস্তব, দেশ ও ক্যাম্পাসের পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ অবিবেচনা প্রসূত।